গাংনীতে রাস্তায় হাট জনদুর্ভোগ চরমে বড় দুর্ঘটনার আশংকা

সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ভাটাপড়া বাজারে প্রায় কোটি টাকা ব্যায়ে সেডসহ বিল্ডিং নির্মাণ করা হলেও মাছ ব্যবসায়ীরা সেটি ব্যবহার করছেন না। দেড় বছর ধরে তারা সড়কের ওপরে রমরমা ভাবে বেচা বিক্রি চালিয়ে যাচ্ছেন।

সড়কের ওপর ব্যবসা খুলে বসায় পথচারিদের পোহাতে হচ্ছে নানা ভোগান্দি। সেই সাথে বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশংকাও করা হচ্ছে। তবে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টি দেখা হবে বলে জানানো হয়েছে।

জানাগেছে, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া বাজারে কোাট টাকা ব্যায়ে নির্মান করা হয়েছে ব্যবসায়ীদের জন্য একটি দৃষ্টি নন্দন বিল্ডিং ও সেড। সপ্তাহের প্রতি রবিবার ও বুধবার দু,দিন এখানকার হাট বসে। সকল ব্যবসায়ীদের জন্য নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করা হলেও মাছ ব্যবসায়ীরা রাস্তায় হাট বসাচ্ছেন। মাছ ব্যবসায়ীরা রাস্তায় ব্যবসা করার কারনে যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। মাছ ব্যবসায়ীদের সাথে পথচারিদের বাকবিতন্ড লেগেই আছে।

মেহেরপুরের লেগুনা চালক আশরাফুল ইসলাম জানান,প্রতি রবি ও বুধবার রাস্তা দখল করে হাট বসানোর কারনে যানজট তৈরী হচ্ছে। এতে আমাদের সময় বেশি লাগছে এবং লেট ফাইন দিতে হচ্ছে। বাজারের সরকারি হাটের নির্দিষ্ট জায়গাতে হাট বসানোর জন্য দাবী করেন এই চালক।

ট্রাক চালক তারেক হোসেন জানান, রাস্তার দুই ধারে প্যালাসাইড দিয়েছিল সড়ক ও জনপদ বিভাগ। সেই সব প্যালাসাইড তুলে ফেলে দিয়েছে মাছ ব্যবসায়ীরা। প্রায় দেড় বছর ধরে রাস্তা দখল করে রেখেছে মাছ ব্যবসায়ীরা। যেন দেখার ও বলার কেই নেই।
আলমসাদু চালক হাসান জানান, আমি যাত্রী নিয়ে গাংনী থেকে মেহেরপুর যাচ্ছিলাম। ভাটপাড়া বাজারে এসে পৌঁছালে মাছ ব্যবসায়ীরা আমার যাত্রীদের সাথে খারাপ আচরণ করে। ভাটপাড়া বাজার সংলগ্ন জন গুরুত্বপুর্ণ রাস্তাটি দখলমুক্ত করা না হলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটবে বলে আশংকা প্রকাশ করেন তিনি।

মেহেরপুর জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আহসান হাবিব সোনা বলেন, রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা করে মাছ ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করছেন। এতে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এমনকি কারো প্রাণহানিও হতে পারে। গাংনী উপজেলা প্রশাসন দ্রত ব্যবস্থা না নিলে জনদুর্ভোগ বাড়বে এবং বড়ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম জানান, আমি বিষয়টি নিয়ে হাট ইজারাদারদের সাথে বসে সমাধানের চেষ্টা করবো।

মেহেরপুর জেলা সামাজিক-সম্প্রীতি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের গঠিত জেলা সামাজিক-সম্প্রীতি কমিটির সভায় প্রথম সভা মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আজ রবিবার (২১ আগষ্ট) সকাল ১১ টার সময় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নাজমুল হুদা, মেহেরপুর সরকারী কলেজের উপধ্যক্ষ প্রফের আব্দুর রাজ্জাক, মেহেরপুর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) অপু সারোয়ার, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, জেলা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর(পিপি) অ্যাড. পল্লব ভট্টাচার্য তরুন, বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক হাসানুজ্জামান মালেক, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এড ইব্রাহিম শাহীন, মেহেরপুর হোটেল বাজার জামে মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা মোঃ রোকনুজ্জামান, গোভিপুর দাখিল মাদারাসার অধ্যক্ষ মাওলানা রমজান আলী, হিন্দু বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান এক্য পরিষদ নেতা শ্বাশত নিপ্পন, মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান লতিফুননেছা লতা, মেহেরপুর পৌরসভার কাউন্সিলর (৭,৮,৯, মহিলা) রোকসানা কামাল রুনু, মেহেরপুর সরকারী মহিলা কলেজের একাদশ শ্রেনীর ছাত্রী মাহাবুবা আফরোজ বিশ্বাস মায়াবীসহ বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ।

গাংনীর ছেলে নাহিদুজ্জামান প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণ পদক তালিকায় মনোনীত

ইবি’র কৃতি ছাত্র ও গাংনী উপজেলার পশ্চিম মালশাদহ গ্রামের নাহিদুজ্জামান প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণ পদক প্রাপ্তির তালিকায় মনোনীত হয়েছে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এমবিএ অধ্যায়নরত নাহিদুজ্জামান নাহিদ ২০২১ সালের ফলাফলের ভিত্ত্বিতে ব্যাবসায় প্রশাসন অনুষদ থেকে সর্বোচ্চ নাম্বার পাওয়ায় প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণ পদক প্রাপ্তির তালিকায় মনোনীত হন তিনি।

কৃতি ছাত্র নাহিদুজ্জামান গাংনী উপজেলার পশ্চিম মালশাদহ গ্রামের কৃষক আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে।

নাহিদুজ্জামান গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেনী এরপর চেংগাড়া সিএফএম মাধ্যমিত বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেনী পর্যন্ত পড়া লেখা করেন। পরে গাংনী হাইস্কুল পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ থেকে এসএসসি ও কুষ্টিয়া সরকারী কলেজ থেকে আইএ পাশ করে ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন।

এদিকে নাহিদুজ্জামান প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণ পদক প্রাপ্তির তালিকায় মনোনীত হওয়ায় এলাকার মানুষ গর্বিত হয়েছেন। তার প্রাক্তন শিক্ষক চেংগাড়া সিএফএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আল হেলাল বলেন, নাহিদুজ্জামান ছোট বেলা থেকে্ই মেধাবী ছাত্র। সে নম্র ভদ্র ও বিনয়ী হওয়ায় সকলের প্রিয় ছিল। তার সাফল্য কামনা করেছেন তিনি।

গাংনীর দিগলকান্দিতে পুলিশের অভিযানে ৯ জুয়াড়ি আটক

টাকার বিনিময় তাস দ্বারা জুয়া খেলার অপরাধে ৯ জুয়াড়িকে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

এসময় তাদের কাছ থেকে জুয়া খেলার ১২ হাজার ৩৩৫ টাকা, এক সেট তাস জব্দ করা হয়েছে।

এরা হলেন, দিগলকান্দি গ্রামের মৃতু আব্দুল জলিলের ছেলে মুনসুর আলী (৫০), মফেজ উদ্দীনের ছেলে আব্দুস সালাম (৩০), মৃতু জালাল উদ্দীনের ছেলে আল আমিন (৪০), বিল্লাল হোসেনের ছেলে মো: জাহিদ (৩৬), গোলাম হোসেনের ছেলে তুষার ইমরান (২১), গোলাম মোস্তফার ছেলে লিখন (২৬), মৃতু খেদের আলীর ছেলে আশরাফুল হক (৪২), মো: ফরজ আলীর ছেলে বিপ্লব হোসেন (২৫) ও জহুরুল ইসলামের ছেলে মো: বাপ্পি (২১)।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার দিবাগত রাত পৌণে তিনটার সময় গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শাহিন মিয়া সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, দিগলকান্দি গ্রামের ইনতাজ আলীর বাড়িতে তাস দারা জুয়া খেলছে এমন সংবাদে পুলিশের একটি টিম সেখানে অভিযান চালায়। পুলিশের অভিযান টের পেয়ে তারা পালানোর সময় পুলিশ তাদের আটক করেন।

এঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে ১৮৬৭ সালের জুয়া আইনের ৩/৪ ধারায় গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আজ রবিবার (২১ আগষ্ট) সকাল ১১ টার দিকে আটক জুয়াড়িদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

পুনরায় আকিব সভাপতি, বাবু সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত

মেহেরপুর জেলা ট্রাক, ট্রাক্টর, কাভার্ডভ্যান, ট্রাংকলরি (দাহ পদার্থ ব্যতীত) শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনে পুনরায় এসএম আকিব সভাপতি, হাফিজুল ইসলাম কার্যকরী সভাপতি ও কুতুব উদ্দীন বাবু সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

মেহেরপুর জেলা ট্রাক, ট্রাক্টর, কাভার্ডভ্যান, ট্রাংকলরি (দাহ পদার্থ ব্যতীত) শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনের নির্বাচন কমিশনার রাহিনুর জামান পলেন, এমদাদুল হক স্বপন ও আশাদুল ইসলাম এই ফলাফল ঘোষণা করেন।

নির্বাচনে এসএম আকিব মোমবাতি প্রতিকে ৭৩১ ভোট পেয়ে পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নিজাবুল ইসলাম রকেট টেলিভিশন প্রতীকে পেয়েছেন ৫৩০ ভোট।

কার্যকরী সভাপতি পদে হাফিজুলে ইসলাম ট্রাক প্রতীকে ৫৯৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাহাদুর খান ডাব প্রতীকে পেয়েছেন ৪৬০ ভোট।

সহসভাপতি পদে মিয়ারুল ইসলাম খান মই প্রতীকে ৬৭০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মাসুদুজ্জামান হরিণ প্রতীকে পেয়েছেন ৩৮৩ ভোট।

কুতুব উদ্দীন বাবু বাঘ প্রতীকে ৭৬৪ ভোট পেয়ে পুনরায় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শাহাজান আলী আনারস প্রতীকে পেয়েছেন ৪৬৫ ভোট।

জাহিদুল ইসলাম জুয়েল মাছ প্রতীকে ৮২৯ ভোট পেয়ে সহ সধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাইদুল রহমান হাতুড়ি প্রতীকে পেয়েছেন ২৩৮ ভোট।

মিয়াজান আলী তালা প্রতীকে ৮১৪ ভোট পেয়ে সাংগাঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আক্তারুল ইসলাম তরবারী প্রতীকে পেয়েছেন ২৫৭ ভোট।

শহিদুল ইসলাম সেলাই রেঞ্জ প্রতীকে ৫৪৯ ভোট পেয়ে প্রচার সম্পাদক

নির্বাচিত হয়েছেন।তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মানিক হোসেন মাইক প্রতীকে পেয়েছেন ৪৫০ ভোট।

আলামিন হোসেন টায়ার প্রতীকে ৭৬৮ ভোট পেয়ে লাইন সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোটরসাইকেল প্রতীকে পেয়েছেন ৩২৪ ভোট।

কামাল শেখ রিংকু ফুটবল প্রতীকে ৬৮৪ ভোট পেয়ে কোষাধ্যক্ষ নিরবাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সোহেল রানা চেয়ার প্রতীকে পেয়েছেন ৪২৬ ভোট।

কাবেল আলী দোয়াত কলম প্রতীকে ৫৩২ ভোট পেয়ে কার্যকরী সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মন্টু আলী আম প্রতীকে পেয়েছেন ৪৫৩ ভোট।

শনিবার সকাল ৮ টায় ভোটদান শুরু হয়েছে বিকাল বিকাল ৫ টা পর্যন্ত ভোট দান চলে।

মোট ১১ টি পদের বিপরীতে ২ টি প্যানেল থেকে ২২ জনসহ মোট ২৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। নির্বাচন কমিশনার রাহিনুর জামান পলেন বলেন, উৎসবমুখর পরিবেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ চলছে।এখনও কোনো অপ্রতিকর ঘটনা ঘটেনি। শ্রমিক ইউনিয়নের ভোট হলেও নিরাপত্তার স্বার্থে বাইরে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

মুজিবনগরে উৎপাদিত হচ্ছে আজোয়াসহ নানা জাতের খেজুর

মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমির আজোয়া, আম্বার, লুলু, খালাস, ডেগলেটনুর, কালমি, মাকতুম, সুক্কারি, বাহারি ও মরিয়ামসহ ১০টি জাতের খেজুর উৎপাদনের আশার আলো দেখছেন কুষ্টিয়া ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের কৃষি বিজ্ঞানীরা।

স্বাধীনতার সূতিকাগার মুজিবনগরে কমপ্লেক্সের মধ্যে পরীক্ষামুলক

এই ১০ টি জাতের খেজুরের চাষ করে এখন কৃষি বিজ্ঞানীরা সফলতার পথে।

ইতোমধ্যে এই খেজুর গাছ গুলোতে থোকায় থোকায় লাল, হলুদ আর সবুজ বর্ণের খেজুরের সামাহার।

কৃষি বিজ্ঞানীরা প্রাথমিকভাবে সফলতায় থাকলেও এখনও এটি গবেষণা পর্যায়ে আছে বলে জানালেন কুষ্টিয়া ধান গবেষণা ইনিস্টিউটের কৃষিবিদ ড. মাহবুব।

তিনি বলেন, মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের মাঝে খেজুর গাছের চাষ ছড়িয়ে দিতে কাজ করছে কৃষি বিভাগ। এটি সফল হলে কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া হবে। সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা। এ অঞ্চলে সরকারিভাবে খেজুর গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন দরকার, মতামত দেন এই কৃষি বিজ্ঞানী।

কুষ্টিয়া ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞানী ড. মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ প্রথম ২০১৪ সালে দুবাই থেকে ১০ জাতের খেজুরের বীজ নিয়ে আসেন।

আজওয়া, আম্বার, মরিয়মসহ ১০টি জাতের খেজুর বীজ কুষ্টিয়া ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটের মধ্যে রোপন করেন। পরে চারা উৎপাদন হয়।

এসময়ের মধ্যে কৃষি বিজ্ঞানীরা সৌদির মরুভূমির সাথে মিল রেখে শুস্ক আবহাওয়া ও অনুকুল মাটির খোঁজ করতে থাকেন। অবশেষে মাটির গুনাগুন পরীক্ষা করে মুজিবনগরকে বাছাই করা হয়।

‘মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প’র আওতায় মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ কমপ্লেক্স চত্বরে ২০১৪ সালে প্রায় আড়াই হাজার গাছ লাগানো হয় ।

গাছ রোপনের পর বিগত চার বছর নিবীড় পরিচর্জা করে কৃষি বিভাগ। ইতোমধ্যে এসব গাছে ধরছে ফল। সৌদির খেজুর মেহেরপুরে চাষ হওয়াই খুশি স্থানীয়রা।

এই প্রকল্পে দায়ীত্বরত কুষ্টিয়া ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ড. মাহবুব বলেন, এ অঞ্চলটা বাংলাদেশের সবচেয়ে শুষ্ক অঞ্চল।

এখানে তাপ বেশি থাকে যার কারণে মধ্য প্রাচ্যের আবহাওয়ার সাথে অনেকটা মিল রয়েছে। এজন্য খেজুর গবেষণার জন্য এই এলাকাকে নির্বাচন করা হয়েছে।

তিনি বলেন, এটা সফল গবেষণা। বাংলাদেশে এটার চাষাবাদ সম্ভব। এখন প্রয়োজন একটা রিসার্চ সেন্টার গড়ে তোলা।

সরেজমিনে দেখা গেছে, খেজুর গাছে থোকায় থোকায় খেজুর ঝুলছে। কোনো গাছে সবুজ ও হলুদ আবার কোনোটিতে লালচে রঙের। খেজুরের স্বাদ, গন্ধ ও মানও বেশ ভাল।

সংশ্লিষ্টরা মনে করেন, সারাদেশে এই খেজুর উৎপাদন করা সম্ভব হলে আমদানি নির্ভরতা অনেকটা কমে আসবে। এছাড়া সহজে পূরণ হবে পুষ্টির চাহিদা।

গাংনীতে কৃষক বাদলের ঘাড় মটকে দিয়েছে প্রতিপক্ষরা

পাট জাগ দেওয়াকে কেন্দ্র করে বাদল হোসেন (৪০) নামের এক দিন মজুর কৃষকের ঘাড় মটকে দিয়েছে প্রতিপক্ষরা।

আহত বাদল হোসেন গাংনী উপজেলার আযান গ্রামের মসজিদপাড়া এলাকার আবু ছদ্দিনের ছেলে।

আজ শনিবার (২০ আগষ্ট) তাকে গাংনী উপজেলা হাসপাতাল থেকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রফোর্ড করা হয়েছে।

আহত আবু ছদ্দিন জানান, স্থানীয় একটি পুকুরে আমার পাট জাগ দেওয়া আছে। আমার জাগ দেওয়া পাটের উপর বসে একই গ্রামের জেহেল আলী ও মফিজুল ইসলাম পাট জাগ দিচ্ছিল। আমি তাদের নিষেধ করাই আমার উপর হামলা শুরু করে। তারা আমার ঘাড় ধরে মটকে দেই। এসময় আমি মাটিতে পড়ে থাকলে তার উপর কিল ঘুঁষি মেরে আহত করে। আমার চিৎকারে এলাকার মানুষ ছুটে আসলে তারা পালিয়ে যায়। পরে গাংনী উপজেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন।

তার স্বাস্থ্যে অবস্থা খারাপ হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

উৎসব মুখর পরিবেশে মেহেরপুরে শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন চলছে

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মেহেরপুর জেলা ট্রাক, ট্রাক্টর, কাভার্ডভ্যান, ট্রাংকলরি (দাহ পদার্থ ব্যতীত) শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন চলছে।

উৎসব মুখর এই নির্বাচনে সংগঠনের ১ হাজার ৬৪৪ জন ভোটার ভোট প্রয়োগ করবেন।

আজ শনিবার (২০ আগষ্ট) সকাল ৮ টায় ভোটদান শুরু হয়েছে। বিকাল বিকাল ৫ টা পর্যন্ত ভোটদান চলবে।

মোট ১১ টি পদের বিপরীতে ২ টি প্যানেল থেকে ২২ জনসহ মোট ২৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

নির্বাচনে আকিব-শাহজাহান প্যানেলে সভাপতি পদে এস এম আকিব, সাধারণ সম্পাদক পদে শাহজাহান, কার্যকরী সভাপতি বাহাদুর, সহ সভাপতি মাসুদ, সহ সম্পাদক সাইদুল, সাংগঠনিক আক্তার, প্রচার সম্পাদক মানিক, লাইন সম্পাদক তারেক,কোষাধক্ষ্য সোহেল, সদস্য সমসের ও রিপন প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেছেন।

অপরদিকে রকেট-বাবু পরিষদে সভাপতি পদে নিজামুল ইসলাম রকেট, সাধারণ সম্পাদক পদে কুতুব উদ্দিন বাবু, কার্যকরী সভাপতি পদে হাফিজুর রহমান, সহ-সভাপতি নুরুল ইসলাম, সহ-সম্পাদক পদে জাহিদুল ইসলাম সাংগঠনিক সম্পাদক মিয়াজান আলী, প্রচার সম্পাদক শহীদুল ইসলাম, লাইন সম্পাদক আল-আমিন হোসেন, কোষাধক্ষ্য কামাল শেখ রিঙ্কু, কার্যকরী সদস্য কাবেল আলী এবং মন্টু।

এদিকে নির্বাহী সদস্য পদের স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে রয়েছেন সুমন হোসেন।

নির্বাচন কমিশনার রাহিনুর জামান পলেন বলেন, উৎসবমুখর পরিবেশে

শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ চলছে।এখনও কোনো অপ্রতিকর ঘটনা ঘটেনি। শ্রমিক ইউনিয়নের ভোট হলেও নিরাপত্তার স্বার্থে বাইরে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত খালেকুজ্জামান গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামি খালেকুজ্জামান (৫০) গ্রেফতার করেছে।
খালেকুজ্জামান সদর উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের মৃত আক্কেল আলীর ছেলে।

শুক্রবার দিবাগত রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করেন। সে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর ২৫৫/২২ পলাতক আসামি।

সদর থানার এএসআই শাকিল খান সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন। সদর থানার ওসি মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আজ শনিবার (২০ আগষ্ট) বেলা ১১ টার দিকে খালেকুজ্জামানকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।

বাক প্রতিবন্ধী নুর ইসলামের সন্ধান চাই

বাক প্রতিবন্ধী নুর ইসলাম (৪৫)। পিতার নাম সামাদ আলী মন্ডল। নুর ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর হালসানা পাড়ার বাসিন্দা।

প্রায় এক মাস হলো বাড়ি থেকে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যায়। গায়ের রং ফর্সা। পরনে একটি চেক লুঙ্গি আর গায়ে সাদা জামা ছিলো। কথা বলতে ও শুনতে পাইনা। বাক প্রতিবন্ধী।

যদি কোন হ্রদয়বান ব্যাক্তি তাঁর খোজ পেয়ে থাকেন তবে এই নাম্বার যোগাযোগ করার অনুরোধ রইলো।

যোগাযোগের জন্য মিলন হোসেন ০১৭৭৫৭২৬৯২৪ ।